মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) মুসলিম পার্সোনাল ল (মুসলিম ব্যক্তিগত আইন) অর্থাৎ শরিয়তী আইন অনুযায়ী হয়ে থাকে।

তালাক - মুসলিম আইনে তালাক মানে বিয়ের চুক্তি থেকে রেহাই দেওয়া ।

স্বামী বিবাহ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন তিনভাবে ঃ

১) তালাক, ২) ইলা, ৩) জিহার

মৌখিক তালাক

(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক শিয়া মুসলিম স্বামী স্বেচ্ছায় মৌখিকভাবে তালাক দিতে পারেন - অন্তত দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকতে হবে । (যদি বোবা হন তাহলে অন্য কেউ তার হয়ে তালাক দিতে পারে)।

(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের সুন্নি স্বামী কোনো কারণ না দেখিয়ে মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বা প্রতারণা করেও তালাক দিতে পারেন ।*

তালাক :

'যদি কেউ স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে না চায় তাহলে চার মাস অপেক্ষা করা উচিত — ইহাকে শরীয়ত পরিভাষায় ইলা বলে, এবং এতে এক- তাল্লাকে বায়েন পতিত হবে চারমাস কাল পূর্ণ করলে। তার মধ্যে তাদের পুনর্মিলন হলে ভালো। কিন্তু তারা যদি বিচ্ছেদের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয় তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারে । তবে তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন মাসিক ঋতু কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে । গর্ভবতী হয়েছে কিনা দেখা জরুরী'।

'এই অপেক্ষার কাল পার হওয়ার পর যদি তারা উভয়ে সুবিবেচনার সঙ্গে মিলিত হতে সম্মত হয় তবে তাদের পুনর্বিবাহে বাধা দেওয়া ঠিক নয়' ।

'হয় দুই তালাকের পর সুবিবেচনার সঙ্গে স্ত্রীকে গ্রহণ কর, না হয় সুবিবেচনার সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে তাকে বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি দাও' ।

'দুগ্ধ পোষ্য শিশুর পিতা-মাতার মধ্যে তালাক হলে মাতা পূর্ণ দুই বছর শিশুকে স্তন্যদান করবে এবং পিতা শিশু ও মাতা উভয়েরই ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করবে ।

'পূর্ণ তালাকের পর স্বামী যদি স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে চায় তাহলে সেই স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়ার পর তালাক পেলে তবেই তা সম্ভব হবে'। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ২০ ডিসেম্বর ২০০৪এ ঘোষণা করেছেন যে ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানের উচিত 'তিন তালাক' দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

*স্ত্রীর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদকে বলা হয় তালাকেতাফইদ।

বিভিন্ন ধরণের তালাক -

(ক) সব থেকে উন্নত ধরণের তালাক হল তালাক-উস-সুন্নত, হয় আহসান (শ্রেষ্ঠ) বা হাসান (ভালো) পদ্ধতিতে দেওয়া ।

(খ) তালাক-উল-বিদ্দত ঃ শিয়া ও মালিকি মতে এটি খুবই খারাপ ধরণের পাপ, যদিও হানাফিদের মধ্যে এর চল খুবই বেশি। সুন্নি আইনেও এটি পাপ বলে গণ্য, তবুও সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া হয়।

আপসরফা দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদ ঃ

খুলা - স্ত্রীর প্রস্তাব বা অনুরোধে ও টাকা বা সম্পত্তির বিনিময়ে, স্বামী তার দাম্পত্যের অধিকার ও স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব পরিহার করবে, এক অর্থে স্ত্রী তার মুক্তি বা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার মূল্য দিয়ে কিনছেন। এই মূল্য দেবার কথা দিয়ে ছাড় পাবার পর যদি স্ত্রী কথা না রাখেন, তবে সেই বিচ্ছিন্ন স্বামী সম্পত্তি বা টাকা আদায় করার জন্য কাজীর বিচার চাইতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছেদ কিন্তু বহাল থাকবে।

মুবারত - অর্থাৎ আপস রফা - এ ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ প্রথম প্রস্তাব দিতে পারেন। কোনো লেন-দেনের প্রশ্ন থাকে না। এই ধরণের বিচ্ছেদ ও পাকাপাকি হয়ে যায়, ইদ্দত কাল পালন করতে হয়, ও স্বামীর ক্ষেত্রে খোরপোষের দায়িত্ব থাকে।

মুসলিম মহিলাদের জেনে রাখা ভালো যে উলেমারা ফতোয়া দিয়েছেন যে হানাফি মতে এ মামলা অসম্ভব হলেও মালিকী আইনে এ মামলা হতে পারে। অতএব, অধর্মের ভয় নেই।